# শানে খোদা

সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

# শানে খোদা

সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

# শানে খোদা
## সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

প্রকাশকঃ দি কাসওয়া প্রকাশনী

মুদ্রণঃ দি কাসওয়া কম্পিউটার, সিলেট।

প্রচ্ছদঃ দি কাসওয়া কম্পিউটার, সিলেট।
মোবাইল: ০১৭১১৪৭৮২৪৪

নির্ধারিত মূল্য: ৩০.০০

Shane Khoda
By Syed BadiuzzamanFaruque

## উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় আব্বাজান ও আম্মাজান, দাদাভাইজান ও ফরিদ ভাইজানের রূহের মাগফেরাত কামনায় তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ।

# সূচী

১। ভূমিকা/৬

২। আল্লাহর মৌলিক শান/১০

৩। আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ/১৫

৪। একত্ববাদ/১৯

৫। ইবাদাত কেবল আল্লাহর প্রাপ্য/২৩

৬। আল্লাহর মত কেউ আর নেই/২৬

৭। মানুষ আল্লাহ কে দেখতে পায়না/২৮

৮। সৃষ্টি আল্লাহর মুখাপেক্ষি/২৯

৯। আল্লাহ কে পেতে মানুষকে কষ্ট করতে হবে/৩০

১০। আল্লাহর ইলম/৩১

১১। আল্লাহ মানুষের অতি নিকটবর্তী/৩২

১২। তিনিই একমাত্র যিনি অজানাকে জানেন/৩৪

১৩। নিজ রায় বাস্তবায়ণের সকল শক্তি তাঁর আছে/৩৬

১৪। তাঁর কোন শরিক নেই/৩৭

১৫। উপসংহৃতি/৩৯

## ১। ভূমিকা

এই মহাজগত বৈচিত্র্যে ভরপুর। বৈচিত্র্যের চরম প্রকাশস্থল হলো আমাদের এই পৃথিবী। সকল বৈচিত্র্যের নমুনা পৃথিবীতে বিদ্যমান। প্রায় দশ লক্ষ প্রাণী প্রজাতি ও ততোধিক উদ্ভিদ প্রজাতির বসবাস স্থলভাগে। সাগর মহাসাগরের মধ্যে বৈচিত্র্য স্থলভাগের বৈচিত্র্যের লক্ষ গুণ।

এত যে বৈচিত্র্য, তবু কোথাও কোন অনৈক্য নেই। সব প্রজাতি একটি ঐক্যকে ধারণ করে। সেটি এই যে- প্রাণ, হোক তা প্রাণী বা উদ্ভিদ, সবই জল দিয়ে তৈরী। এই সত্যটি বিশ্ববাসী আবিষ্কার করেছেন শতবছরও হয়নি। অথচ চৌদ্দশতের অধিক বছর আগে- আল কুরআনে আল্লাহ এই সত্যটি বলে দিয়েছেন। দেখুন (কুরআন ২১:৩০)। এ ছাড়াও মহাকাশের অসংখ্য তারকা, ছায়াপথ, নিহারিকা, কৃষ্ণগহবর সবই এই সত্যটি ধারণ করে যে- মহাকর্ষ তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে। মহাকর্ষ ছাড়াও নিয়ন্ত্রণকারী আরো অসংখ্য বিজ্ঞান রয়েছে। মোটামুটি ভাবে বলা যায়- পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, জীববিজ্ঞান-এই তিনটি মৌলিক

বিজ্ঞান জগতের শাসক। কিন্তু এই তিনটি বিজ্ঞান একে আপর থেকে আলাদা নয়। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন- জীববিজ্ঞান রসায়ন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর রসায়ন পদার্থবিদ্যা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। সুতরাং সব বিজ্ঞানের গভীরে রয়েছে পদার্থবিজ্ঞান।

পদার্থবিজ্ঞান এক সময় বলতো জগতে চারটি শক্তি রয়েছে। কিন্তু এখন আমরা জানি যে, মূলত বিজ্ঞান মোটে একটি। সেটি হলো চারটি শক্তির সমন্বিত রূপ। অর্থাৎ মহাজগত যদিও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মাঝে রয়েছে ঐক্যের সুর। ঐক্যই মহাজগতের একমাত্র গভীরতম সত্য।

আর আল্লাহ বলেন, তিনিই একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী। সুতরাং বুঝা যায়- মহাজগতের শাসনকারী একটি মাত্র শক্তি। সেজন্যেই মহাজগতে বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য রয়েছে।

তো আল্লাহকে কত সহজেই না আবিষ্কার করা যায়। জগতে যত সাহিত্য রয়েছে- সব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে- সবাই একটি কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর কথা বলেছেন। মানবেতিহাসে ২ লক্ষ ২৪ হাজার নবী (আঃ) এসেছেন। তারা সকলেই আল্লাহর প্রভুত্ব প্রচার করেছেন।

তাদের সাথে এসেছে কিতাব। কিতাবসমূহ এক আল্লাহর গুণগাণে ভরপুর। সুতরাং আল্লাহ যে একক মহাধিরাজ এই মহাজগতের তাতে কেউ দ্বিমত করতে পারেনা।

দার্শনিকগণ বহুভাবে বহু গবেষণা করেছেন এবং তাদের সকলের, কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া, অভিমত হলো একজন স্রষ্টা আছেন যিনি জগত সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন।

বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত আল্লাহর অস্তিত্ব নাস্তি প্রমাণ করতে পারেননি। তাদের গবেষণাকে এক করলে দেখা যাবে ‘আল্লাহ আছেন’। কিছু বিজ্ঞানী আছেন যারা খোদার অস্তিত্ব মানেন না। কিন্তু এই সকল বিজ্ঞানীর সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর অভিমত আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে।

মানুষ দোষে-গুণে সজ্জিত এক সৃষ্টি। তবে অধিকাংশ দোষী মানুষের কাছে আল্লাহর অস্তিত্বের কোন মূল্য নেই। মানুষ যখন সৎকর্ম করে তখন ধীরে ধীরে তার অন্তরে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস জন্ম নেয়। সে বিশ্বাসী হয়, ঈমানদার হয়। সুতরাং সৎকর্ম আল্লাহকে আবিষ্কার করার এক প্রধান মাধ্যম।

শানে খোদা

মানুষ পবিত্রতা পছন্দ করে। অজু গোসল, পরিষ্কার কাপড় পরিধান ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষেরা পবিত্রতার চর্চা করে। এই পবিত্র মানুষ গুলোর অন্তরে আল্লাহর অধিষ্ঠান সহজেই হয়। অপবিত্র মানুষ আল্লাহকেও চায়না, নিজেকেও ভালোবাসেনা।

তবে আল্লাহকে আবিষ্কার করার এক প্রধান মাধ্যম হলো অভিজ্ঞতা। ছোট থেকে বড় হতে থাকে যখন মানুষ-তখন সে অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। আর এই অভিজ্ঞতা বলে-আল্লাহই আমার খোদা।

প্রকৃতিতে যে বৈচিত্র্য রয়েছে আর এই বৈচিত্র্যের মাঝে যে ঐক্য রয়েছে- তা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ। ধ্যান করে দেখলে দেখা যাবে- হ্যাঁ, আল্লাহ ছাড়া কীভাবে এই বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য এলো? এভাবে অসংখ্য উপায়ে আল্লাহকে আবিষ্কার করা যায়।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আমি আল কুরআন থেকে আল্লাহর গুণাবলীর কিছু নমুনা পেশ করছি। গ্রন্থ পাঠের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

## ২। আল্লাহর মৌলিক শান

আল্লাহতায়ালা আল কুরআনের সূরা আর রাহমানের শেষ আয়াতে বলেন, “Blessed is the name of your Lord, Owner of Majesty and Honor”. বাংলায়, “কতো মহান তোমার মালিকের নাম, তিনি মহাপ্রতাপশালী ও পরম অনুগ্রহশীল।” (আল কুরআন, ৫৫:৭৮)। ঐ সূরার ২৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “And there will remain only the Person of thy Lord, Master of Glory and Honor.” বাংলায়, “বাকী থাকবে শুধুই তোমার মালিকের সত্তা-যিনি পরাক্রমশালী ও মহানুভব।” (আল কুরআন, ৫৫:২৭)।

আল্লাহর গুণাবলী ও প্রকৃতি একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস, অন্য কেউ সেসব প্রকৃতি ধারণ করতে পারেনা। আল্লাহ বলেন, “There is nothing like unto Him.” বাংলায়, “(সৃষ্টিলোকে) কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।” (আলকুরআন, ৪২:১১),

There is no similarly whatsoever between the Creator and His creation in essence, in attributes or in deed. অর্থাৎ “কোন কিছুই কোন ভাবেই আল্লাহর সাদৃশ্য ধারণ করতে পারেনা।”

এ মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহর মৌলিক শান বা প্রকৃতি মৌলিক ভাবে দুটি। যা উপরোল্লিখিত ৫৫:৭৮, ৫৫:২৭ আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়। প্রথমত: তিনি ‘যুল জালাল’ বা ‘মহাপ্রতাপশালী’, দ্বিতীয়ত: তিনি ‘যুল ইকরাম’ বা ‘মহানুভব’। ইকরাম শব্দটির মৌলিক গুণ হলো দয়া, সৌন্দর্য্য, দানশীলতা ইত্যাকার দয়ালু সব গুণ। এক কথায় ‘যুল ইকরাম’ থেকে বের হয়ে আসে একটি শান-তাহলো-তিনি ‘জামাল’। এভাবে তিনি জালালও বটে, জামালও বটে।

তবে জালালের উপর জামাল প্রাধান্য পায়। আল্লাহ তার আরশে আযিমের উপরস্থ চৌকাঠে লিখে রেখেছেন, “ইন্না রাহমাতি ছাবাক্বাত আলা গাদাবি”। অর্থাৎ “নিশ্চয় আমার রহমত আমার ক্রোধ বা গযবের চেয়ে অগ্রগামী।” আল্লাহর কিতাব ও হাদীসে রসূল (সাঃ) থেকে আল্লাহর ৯৯টি সুন্দর

গুণবাচক নাম পাওয়া যায়। এই নাম সমূহে কোনটি জালালী আবার কোনটি জামালী। আল্লাহর কালাম আল কুরআন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যায় আল্লাহ তার পরিচয়ের এই দুটি শাখা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। মানুষকে আল্লাহ সৎ, সুন্দর , নেক ও ভালো স্বভাবের দিকে আহবান করেছেন। যারা এই আহবানে সাড়া দিয়ে চরিত্রকে বিশুদ্ধ করবে ও আল্লাহর ইবাদতে এতটুকু শিথিলতা ও দেখাবেনা তাদের জন্য আল্লাহর রহমত অবধারিত। যারা তা করবে না- তাদের জন্য আল্লাহর শাস্তি জমীনে ও পরকালে।

তবে আল্লাহ অনেক পাপীকেও ক্ষমা করে দেন এ জগতে এবং পরকালেও অনেক পাপী মুক্তি পাবে আল্লাহর ক্রোধ থেকে। আল্লাহর মৌলিক প্রকৃতির দুটির মধ্যে রহমত অগ্রগামী।

পৃথিবী ব্যাপি অসংখ্য মানুষই সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছেন। আর কিছু লোক দুঃখ দারিদ্র অত্যাচার ইত্যাকার কষ্টে আছেন। বিষয়টি পরিসংখ্যানগত-ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পৃথিবীব্যাপী দুঃখী মানুষের চেয়ে সুখী মানুষই বেশী। আদিকাল থেকে এ ধারা চলে আসছে। এটা আর কিছু নয়,

নয় মানুষের নির্যাস। এটা আল্লাহর নিজ সত্তার প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ।

তবে শান্তি ও শাস্তির আরেকটা বাস্তবতা আছে। সে হলো- আল্লাহ মানুষকে পরখ করতে চান। মানুষকে সুখেও পরীক্ষা দিতে হয়, দুঃখেও। সুখ হলে অধিক উৎফুল্ল হওয়া যাবে না আর দুঃখ নেমে এলে অধিক ব্যাথিত হওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, “No disaster strikes upon the earth or among yourselves except that it is in a register before We bring it into being - indeed that, for Allah, is easy-in order that you not despair over what has eluded you and not exult [in pride] over what He has given you.” বাংলায়, “দুনিয়ার ওপর কিংবা তোমাদের ওপর যখনি কোনো বিপর্যয় আসে, তাকে অস্তিত্ব দান করার বহু আগেই (তার বিবরণ) একটি গ্রন্থে লেখা থাকে, আর আল্লাহ তায়ালার জন্য এ কাজ অত্যন্ত সহজ, (এ ব্যবস্থা এজন্যেই) যাতে করে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু হারিয়ে গেছে তার মধ্যে তোমরা আফসোস না করো এবং তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তাতেও যেন তোমরা বেশী

হর্ষোৎফুল্ল না হও” (আলকুরআন, ৫৭: ২২-২৩)। সুতরাং সুখ-দুঃখ বড় করে না দেখে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীকে বড় করে দেখতে হবে এবং সে কাজেই লিপ্ত থাকতে হবে। উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে এটা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়েছে যে- আল্লাহর রহমত ও গযব- সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা । পরীক্ষায় যারা পাশ করবে- তারা হলো ঐ যারা দুঃখ এলে বিমর্ষ হয়ে পড়ে না আর সুখ এলে আনন্দে আত্মহারা হয় না। বরং সর্বাবস্থায় সবর বা ধৈর্য্য অবলম্বন করে। আল্লাহ আ'লাম। তো-আল্লাহর মৌলিকশান দুটি-(১) জালালী শান (২) জামালী শান। এই দুই শানের বহিঃপ্রকাশ সমগ্র সৃষ্টি জগতে রয়েছে। মানুষকে সর্বদা আল্লাহমুখী থাকতে হবে- যেন শান্তি বা শাস্তির উপকরণ দেখা গেলে আরো অধিকতর আল্লাহর বন্দেগীতে লিপ্ত হওয়া যায় ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায়। আল্লাহ সন্তুষ্ট হলে সুখ-দুঃখ নগণ্য হয়ে যাবে মুসলিমের কাছে।

## ৩। আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ

আল্লাহ যে আমাদের স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা-তা একটি প্রমাণিত সত্য। এই সত্য দু'ভাবে প্রমাণিত: (১) আমাদের নবী করীম (সাঃ) এই সত্যকে পরিষ্কার করে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন ও (২) যৌক্তিক প্রমাণ যা এমন ঃ কোথাও ধুয়া দেখা গেলে যেমন এটা বুঝা যায় যে আগুন জ্বলছে-তেমনি মহাবিশ্ব। মহাবিশ্বই প্রমাণ দিচ্ছে তার অস্তিত্বের পেছনে একজনের ভূমিকা রয়েছে। সেই একজন হলেন আল্লাহ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে আল্লাহ যে কিতাব ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন তাতে পরিষ্কার করে উল্লেখিত হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব ও তথ্য। এই তত্ত্ব ও তথ্যগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময় মানুষেরা জানতোনা কিন্তু আল্লাহ এগুলো নাযিল করেছেন কারণ আল কুরআন হলো সর্বকালীন সর্বজনীন ও শ্রেষ্ঠ কিতাব। আল্লাহ এও বলে দিয়েছেন যে, “We will show them Our Sign in the horizons and within themselves until it

becomes clear to them that it is (i.e. the Quran) truth.”

বাংলায়, “অচিরেই আমি আমার (কুদরতের) নিদর্শন সমূহ দিগন্ত বলয়ে প্রদর্শন করবো এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও (তা আমি দেখিয়ে দেবো), যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের নিকট এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ (কুরআনই মূলত) সত্য।” (আলকুরআন)। কত অকাট্য সত্য কথা। কারণ বিশ শতকে এসে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। আল্লাহ বলেন, “And the heaven We constructed with strength , and indeed, We are (its) expander.” বাংলায়, “আমি (আমার) হাত দিয়েই আসমান বানিয়েছি এবং আমি নিঃসন্দেহে মহা সম্প্রসারণকারী (এই আসমানের)।” (আলকুরআন, ৫১:৪৭)। আল কুরআনের অষ্টমাংশ বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট কিন্তু উপরোক্ত একটি আয়াতই কুরআনকে সত্য কিতাব রূপে উপস্থাপন করে।

যার নিকট (হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)) এমন কিতাব নাযিল হয়েছে, তিনি অবশ্যই সত্যবাদি তাতে কি কোন সন্দেহ

থাকতে পারে? তো রসূলুল্লাহ (সাঃ) যা বলেছেন ও করেছেন সবই সত্য। তিনি বলেছেন, আল্লাহ একমাত্র স্রষ্টা মানুষের ও মহাবিশ্বের। সুতরাং এ কথায় কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারবেনা যে-আল্লাহর অস্তিত্ব আছে। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য হিজরী পঞ্চম শতকেই ইমাম গাযালী একটি তিন ধাপের প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। একে বলে Syllogism. তিনি বলেন,

(১) যে কোন কিছু যার শুরু আছে তার পেছনে কারণ অবশ্যইআছে।

(২) মহাবিশ্বের প্রারম্ভ আছে।

(৩) সুতরাং মহাবিশ্বের পেছনে এক স্রষ্টার হাত আছে।

এই ৩য় ধাপে বর্ণিত একজন হলেন আল্লাহ। বর্তমান কালে খৃষ্টান পন্ডিতেরা আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে এই Syllogism ব্যবহার করেন। একে বলা হয় Kalam Cosmological Argument. এই হলো আল্লাহর অস্তিত্বের যৌক্তিক প্রমাণ। ধোঁয়া দেখা গেলে আগুনের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়। তেমনি মহাবিশ্ব দেখা যাচ্ছে -সুতরাং এর কারণও আছে। সেই কারণ হলেন- আল্লাহ।

এভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে- আল্লাহর অস্তিত্ব অকাট্য সত্য। এই সত্য যেসব নাস্তিকেরা অস্বীকার করেন তারা মূর্খ ছাড়া আর কিছু নন। এমনই মূর্খই ছিলেন রাসেল। তিনি বলেছেন- সবকিছুর পেছনে কারণ থাকতে হলে- স্রষ্টার অস্তিত্বেরও কারণ থাকতে হবে। অর্থাৎ স্রষ্টা কেমন করে অস্তিত্বে এসেছেন। এটা হলো মূর্খতার বহিঃপ্রকাশ। কারণ- যার শুরু আছে তার পেছনে কারণ থাকতে হয়- যার শুরু নেই তার পেছনে কোন কারণের প্রয়োজনই পড়েনা। আল্লাহ অনাদি অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ কোন কালে আসেনি। অনন্ত অতীত থেকে তিনি অস্তিত্ববান। তার অস্তিত্বের প্রারম্ভ নেই। সুতরাং তার অ্বস্তিত্বের পেছনে কোন কারণ থাকার যৌক্তিক প্রয়োজন পড়েনা।

তো আল্লাহ অস্তিত্ববান অনন্তকাল আগে থেকে। সময়ের ফ্রেমে তিনি বন্দী নন। তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং মহাবিশ্বও তাঁর সৃষ্টি।

## ৪। একত্ববাদ

সূরা ইখলাসে আল্লাহ প্রথমেই বলেন,“বলুন, আল্লাহ, তিনি এক”। এখানে তিনি ‘হন’ এক বলার কোন সুযোগ নেই এবং সে সুযোগ আল্লাহ রাখেন নি। কারণ ‘হন’ শব্দটি একটি প্রারম্ভ বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু আল্লাহর কোন প্রারম্ভ বা শুরু নেই। অনাদি কাল থেকে তিনি আছেন। তার সৃষ্টি হয়নি এবং কোন কালে তিনি অস্তিত্বহীন হবেন তাও নয়। অর্থাৎ আল্লাহ একমাত্র সত্তা যিনি ‘এক’ । এই এক কোন সংখ্যাগত এক নয়। সংখ্যাগত এক হলে-দুইয়ের প্রশ্ন আসে। কিন্তু আল্লাহর কোন সমকক্ষ বা দ্বিতীয় কোন খোদা নেই। তিনি একমাত্র খোদা। ছোট থেকে ছোট, বড় সকল কিছুই তার সৃষ্টি এবং তার নিয়ন্ত্রণাধীন। দ্বিতীয় কোন সত্তার প্রয়োজন পড়েনা মহাবিশ্ব শাসনে। তিনি একাই সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ করাতে যথেষ্ট। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় অসংখ্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন নূর দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন ফেরেশতাকুল, আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন জ্বিন এবং মাটির নির্যাস দিয়ে সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তবে পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল প্রজাতি তিনি সৃষ্টি করেছেন পানি দিয়ে। এ বিষয়টির প্রমাণ

বিজ্ঞানীরাও পেয়েছেন। সূরা আম্বিয়ার ৩০নং আয়াতে আল্লাহ যুগপত দুটি অনুপম সত্য উল্লেখ করেছেন। এ দুটি সত্য হলো-মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে একটি মহাবিস্ফোরণে। আরও উল্লেখ করেছেন যে, “সকল প্রাণ তিনি সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে।” বর্তমানে দুটোই বৈজ্ঞানিক সত্য।

তো আল্লাহ একাই সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন এবং এখনো নিয়ন্ত্রণ করছেন। ফেরেশতারা বিভিন্ন কাজের ভারপ্রাপ্ত। এটা এজন্যে নয় যে, আল্লাহ ঐসব কাজ একা করতে অক্ষম ‘বরং আল্লাহ সৃষ্টি করতে ভালোবাসেন, আর সৃষ্টির পর বসিয়ে না রেখে কোন কাজে লাগিয়ে দেয়া আল্লাহর ইচ্ছা।

মানুষের স্রষ্টা ও প্রভু একমাত্র আল্লাহ। আর আল্লাহর ইচ্ছা হলো- মানুষের কোন নিজস্বতা বা নিজস্ব কাজ থাকবেনা। বরং তাদের কেবল আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তবে মানুষ খাদ্যের মুখাপেক্ষি। এই খাদ্যও আল্লাহ দেন। একেক মানুষের একেক যোগ্যতা দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এই যোগ্যতা দিয়ে মানুষ কোন পেশা অবলম্বন করে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। বর্তমানকালে একটি প্রশ্ন অনেকেই করেন। সেটিহলো-খোদা যদি সবই করতে পারেন তবে কি তিনি আরেকজন তার অনুরূপ

খোদাকে সৃষ্টি করতে পারেন না? প্রশ্নটি চমৎকার শোনালেও, জেনে রাখুন এটি একটি অতি দুর্বল প্রশ্ন। আমরা খোদাকে যেভাবে চিনি জানি সেরকম খোদা একজনই হতে পারেন। আমাদের খোদা অনাদি। যদি আমাদের খোদা অন্য আরেক খোদা তৈরী করেন তবে কি তিনি এই গুণ প্রাপ্ত হতে পারেন? না। আমাদের খোদা অপ্রতিদ্বন্দি। তিনি প্রতিদ্বন্দ পছন্দ করেন না। তাই তার প্রতিদ্বন্দি হতে পারে এমন একজন খোদা তৈরী করতে যাবেন কেন তিনি? এভাবে অসংখ্য যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, খোদা কেবল একজনই হতে পারেন এবং একজনই আছেন। এ হলো একত্ববাদের এক শক্তিশালী যৌক্তিক প্রমাণ।

আল্লাহতায়ালা একক, অনাদি, অপ্রতিদ্বন্দি ও সর্বশক্তিমান। তার শক্তিমত্তার কারণে আরেক জন খোদা অস্তিত্বে আসতে অক্ষম। এমন সব দুর্বল প্রশ্ন নতুন প্রজন্মের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে বর্তমানকালের নাস্তিকেরা শক্তি সঞ্চয় করতে চান। কিন্তু অসম্ভব। নাস্তিকেরা আল্লাহর একত্ববাদের গুণ কখনোই নাকচ করতে পারবেনা। আল্লাহ এক ও একক হিসেবে অনাদিকাল থেকে বিরাজমান ও অনন্তকালব্যাপী একক খোদা হিসেবে তিনিই বিরাজিত থাকবেন।

আল্লাহর একত্ববাদের একটি বৈজ্ঞানিক প্রমাণও বিদ্যমান। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে চারটি শক্তি। এটা জানা গিয়েছিল প্রায় একশত বছর পূর্বে। তবে বর্তমানে আমরা জানি- বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে মোটে তিনটি বল। পূর্বের চারটি শক্তির দুটি একত্র হয়ে একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণায়। বর্তমানের উচ্চাঙ্গের গবেষণা প্রায় প্রমাণ করে ফেলেছে যে, প্রকৃতিতে মোটে দুটি শক্তি বিদ্যমান। অদূর ভবিষ্যতে আমরা শুনবো যে, প্রকৃতিতে মোটে একটি শক্তি। এটা কোন অতিরঞ্জন নয়। এই যে একটি বল বা শক্তি বিশ্ব শাসন করে তা কি একক খোদার ইঙ্গিত দেয় না? নিশ্চয় দেয়। যদি একাধিক খোদা থাকতেন- তবে বিশ্ব প্রকৃতিতে শত শত শক্তির দাপট চলতো। কিন্তু না। প্রকৃতির ঐক্য একক খোদার প্রমাণ।

## ৫। ইবাদাত কেবল আল্লাহর প্রাপ্য

প্রাণীজগতসহ সকল সৃষ্টি আল্লাহর মুখাপেক্ষি। মানুষের বেচে থাকার জন্য অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাকার অনেক কিছুর প্রয়োজন পড়ে এবং এগুলো ব্যক্তিকেই যোগাড় করতে হয়। এজন্যে মানুষের প্রয়োজন জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য। সব মানুষের এসব গুণ সমান নয়। কেউ শক্তিতে বড়, কেউ বুদ্ধিতে বেশী আবার অসংখ্য মানুষ জ্ঞানে দুর্বল। ফলে এসব মানুষের জীবন যাপন অত্যন্ত কঠিন। এজন্যে তারা অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষি। কিন্তু মানুষ মানুষকে সর্বদা সাহায্য করে না। এজন্যেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ দেবতার পুঁজা করে আসছে। যেন, দেবতা তাদের সব প্রয়োজন পূরণ করেন। এছাড়াও মানুষের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে। সেসব পূরণে মানুষ দেবতার শরণাপন্ন হয়। কিন্তু দেবতা বলে কিছুর অস্তিত্ব বিশ্বজগতে নেই।

বিশ্বজগতের সকল প্রয়োজন পূরণ করেন একমাত্র আল্লাহ। এজন্যেই আল্লাহ বলেন, “And your god is one God. There is no deity [worthy of worship]

except Him, The Entirely Merciful, the Especially Merciful.” বাংলায়, “আর তোমার খোদা একক খোদা। ইবাদাত বা পূজা পাবার যোগ্য তিনি ছাড়া আর কেউ নয়। তিনি রাহমান, তিনি রাহিম।” (আলকুরআন, ২:১৬৩) ।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইবাদাত কেবল আল্লাহর প্রাপ্য। আল্লাহ ছাড়া অস্তিত্ব দেয়ার, প্রয়োজন পূরণ করার ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার আর কেউ বিশ্বজাহানে নেই। মনের কোণে তাই কেবল আল্লাহর ধ্যান বিরাজ করবে। আর কারো ধ্যান করে কোন লাভ নেই। কারণ, আর কেউ নেই যে-মনের ধ্যানের প্রত্যুত্তর দেবে। ধ্যান যদি আল্লাহর হয়-তবে তার প্রতিদান আল্লাহ দেন। আল্লাহ ছাড়া কোন দেবতার অস্তিত্ব নেই যে ধ্যান দাবী করতে পারে। ইবাদাত দাবী করার আর কেউ নেই বিধায় ইবাদাত কেবল আল্লাহর প্রাপ্য। এখানে দুটি বিষয় রয়েছে। এক, একজন খোদা হিসেবে তিনি ইবাদাত পাবার হকদার। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন পূরণ করে দেবার মত পারঙ্গগম ও শক্তিমত্তা কেবল আল্লাহর আছে। এই দুই কারণে ইবাদাত পাবার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ।

আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে জামাল ও জালাল রয়েছে- তার মধ্যে এটি অর্থাৎ ইবাদাত পাবার যোগ্যতা যুগপৎ জামালী ও জালালী শান। যদি ইবাদাত আল্লাহর করা হয়- তবে আল্লাহর জামালী শান উথলে উঠে ও তিনি বান্দার প্রতি খুশী হয়ে তার সকল প্রয়োজন পূরণ করেন ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। আর যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করা হয়-তবে আল্লাহর জালালী শানের কারণে তিনি বান্দার প্রতি ক্রোধান্বিত হন এবং তাকে বিপদাপদে ফেলেন ও বান্দাকে শাস্তি দেন। সুতরাং আল্লাহর জামালী ও জালালী শানের হক আদায় করতে হলে- একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে হবে। আর কারো শরণাপন্ন হওয়া আল্লাহকে রাগান্বিত করার মাধ্যম। তাই আল্লাহকে খুশী রাখতে হলে- আল্লাহর ইবাদাতই করতে হবে।

## ৬। তাঁর মত আর কেউ নেই

কালামে পাকে আল্লাহ বলেন, “লাইছা কামিছলিহী শাই”। বাংলায় “(সৃষ্টিলোকে) কোনকিছুই তার সদৃশ নয়।” (আল কুরআন ৪২:১১)। সূরা ইখলাসে বলেন,“

“And there is none like unto Him.” বাংলায়, “আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় আর কেউ-ই নেই।” (আল কুরআন ১১২:৪)।

এখানে তিনটি বিষয় বুঝতে হবে। সত্তা, গুণাবলী ও কর্ম। সত্তাগতভাবে সৃষ্টিলোকে আল্লাহর মত আর কেউ নেই। সত্তা হলো সেই জিনিষ যা সর্বনিম্নের স্তরেও কোন কিছুকে ভিত্তি দেয়। তো একে ‘যাত’ও বলা হয়। আল্লাহর যাত সর্ম্পূণ ভাবে সৃষ্টিলোকের উর্ধ্বে।

দ্বিতীয়ত: যে সমস্ত গুণাবলী আল্লাহর আছে-তার সবগুলোই সম্পূর্ণ ভাবে পরম ও চরমভাবে কেবল আল্লাহর। সৃষ্টিলোকে

তার গুণাবলীর মত গুণ অনেকের আছে, কিন্তু কারও গুণই আল্লাহর গুণের মত পরম ও চরম নয়।

তৃতীয়ত: কর্ম। আল্লাহর কর্মক্ষমতা পরম ও চরম। এমন নিখুত ও স্বতন্ত্র তাঁর কর্ম যে কোন কিছুর কর্মই তার ধারে কাছে যেতে পারেনা।

## ৭। মানুষ আল্লাহকে দেখতে পায়না।

আল্লাহ বলেন, "Eyes cannot reach Him but He reaches the eyes." বাংলায়, "কোন দৃষ্টিই তাঁকে দেখতে পায়না, (অথচ) তিনি সব কিছুই দেখতে পান।" (আল কুরআন ৬:১০৩)। আরো বলেন, "He is the subtle, the well acquainted." বাংলায়, "তিনি সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সবকিছু সম্পর্কেই খোঁজ খবর রাখেন।" (আল কুরআন, ৬:১০৩)। সূরা আনকাবুতে বলেন, "And as for those who strive in Our path-We will surely guide in Our ways." বাংলায়, "যারাই আমার পথে জেহাদ করেন, আমি অবশ্যই তাদের আমার পথে পরিচালিত করি।" (আল কুরআন ২৯:৬৯)। এখানে জেহাদ বলতে বুঝতে হবে-আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের সাথে যুঝে পরিশ্রম করা। অর্থাৎ যারা আল্লাহকে পেতে চায়-তাদেরকে আল্লাহ নিজের দিকে টেনে নেন।

## ৮। সৃষ্টি আল্লাহর মুখাপেক্ষি

আল্লাহ বলেন, "Allah, the Independent." বাংলায়, "আল্লাহ অনপেক্ষ।" (আল কুরআন ১১২:২)। আল্লাহকে কারো দ্বারস্ত হতে হয় না। এমন কি তিনি মানুষের ইবাদাত থেকেও অমুখাপেক্ষি। মানুষ তার ইবাদাত করুক বা না করুক- তাতে তাঁর কিছুই আসে যায়না। বরং মানুষ তাঁর ইবাদাত করতে বাধ্য। কারণ- তাকে এক মহাসাগর পাড়ি দিতে হয়-আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে। আল্লাহ নিজেই সন্তুষ্ট নিজেকে নিয়ে। কিন্তু মানুষ নিজেকে নিয়ে নিজে সন্তুষ্ট নয়। আল্লাহ এভাবে পরম এক সত্তা যিনি একাধারে পরম অমুখাপেক্ষি ও পরম স্বাধীন এবং পরম একক সত্তা। আল্লাহর এই শান একটি মাত্র শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। তাহলো যিনি 'সামাদ'। সামাদ বলা হয়-তাকে যা সকল কিছুর অমুখাপেক্ষি- আর সকল কিছু আল্লাহর মুখাপেক্ষি।

## ৯। আল্লাহকে পেতে মানুষকে কষ্ট করতে হবে।

আল্লাহ বলেন, “হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে অবিরাম কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটবে”। (আল কুরআন ৮৪:৬)।

মানুষ তার প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করতে সর্বদা চেষ্টায় লিপ্ত। সে কষ্ট স্বীকার করছে নিজেকে বাচিয়ে রাখতে। তদ্রুপ-আল্লাহকে পাওয়াও মানুষের একটি প্রয়োজনীয় কর্ম। এজন্যে মানুষকে প্রাপ্ত কষ্ট স্বীকার করতে হবে- আজীবন- অবিরাম। অতঃপর তাঁর সঙ্গে মানুষের সাক্ষাত ঘটবে। যারা আল্লাহকে পেতে কষ্ট স্বীকার করেনি, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। আর যারা আল্লাহ কে পেতে আল্লাহর বাতানো পথে কষ্ট করেছে-তারা আল্লাহর কাছ থেকে পুরষ্কার পাবে-তাহলো চিরসবুজ জীবন- জান্নাত।

## ১০। আল্লাহর ইলম

আল্লাহ বলেন, “He knows what is before them and what is behind them; and they encompass nothing of His knowledge except what He pleases.” বাংলায়, “(তিনি) জানেন যা রয়েছে সৃষ্টির সামনে ও পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারেনা, তবে যা তিনি চান।” (আল কুরআন ২:২৫৫)। অর্থাৎ জ্ঞান বা ইলম একমাত্র আল্লাহর। মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করে তা আল্লাহর দান। আল্লাহ তার সৃষ্টির সামনে অর্থাৎ ভবিষ্যতে যা কিছু রয়েছে সব জানেন। মানুষ জানেনা তার সামনে কী রয়েছে। তেমনি মানুষ জানেনা তার অতীতের কর্ম কী ছিল- ভালো না মন্দ। একমাত্র আল্লাহ জানেন মানুষের অতীত কর্ম ভালো ছিল না মন্দ ছিল।

## ১১। আল্লাহ মানুষের অতি নিকটবর্তী

আল্লাহ মানুষের অতি নিকটবর্তী। আল্লাহ বলেন, “We are nearer than even his jugular vein.” বাংলায়: “আমি তার ঘাড়ের রগ থেকেও তার অনেক কাছে” (আল কুরআন ৫০:১৬)। এখানে আল্লাহ মানুষকে সম্বোধন করে কথাটা বলেছেন। কিন্তু এই কথা মহাজগতের প্রত্যেকটি বস্তুর ক্ষেত্রে সত্য। আল্লাহ কোনকিছু থেকে দূরে নন। মহাবিশ্বের প্রতিটি ছোট থেকে ছোট, বড় থেকে বড় বস্তুর নিকটেই আল্লাহ অবস্থান করেন। এই অবস্থান সত্তাগত নাকি ইলমী সে সম্পর্কে সামান্য মতভেদ আছে। তবে আল্লাহ যে তার ইলমের মাধ্যমে প্রত্যেকটি বস্তুর নিকটবর্তী এতে কোনই সন্দেহ নেই। সত্তাগতভাবে হয়তো আল্লাহ মহাজগতের সকল ক্ষেত্রে অবস্থান করেন না। সত্তাগতভাবে তিনি আরশে অবস্থান করেন। আর আল্লাহর আরশ হলো- সাত আকাশ থেকেও বড় ও আরশের রয়েছে মহাজগতের সর্বত্র দৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রন। এটি বিমানের কন্ট্রোল পেনেলের মতো। যার মাধ্যমে আল্লাহ সমগ্র মহাজগত শাসন করেন। তো মানুষ যদি মনে করে আল্লাহ তো দূরে, তাই আমার কর্ম

তিনি দেখেন না -তবে এই ধারণা ভুল। আল্লাহ মানুষ ও সকল সৃষ্টির সকল কর্মকান্ড প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পান।

## ১২। একমাত্র সত্তা যিনি সকল অজানাকে জানেন

মানুষ তো নয়ই, ফেরেশতাগণও সকল অজানাকে জানেন না। কিন্তু ব্যতিক্রম আল্লাহ। তিনি সকল অজানাকে জানেন। আল্লাহ বলেন, “None in the heavens and the earth knows the unseen save Allah.” বাংলায়ঃ “আল্লাহতায়ালা ছাড়া আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, এদের কেউই অদৃশ্য জগতের কিছু জানেনা” (আলকুরআন ২৭:৬৫)।

অন্যত্র বলেন, “Whether you conceal what is in your breasts or reveal it, Allah knows it.” বাংলায়ঃ “তোমরা তোমাদের মনের ভেতর কিছু গোপন করে রাখো, কিংবা প্রকাশ করে দাও, তা আল্লাহতায়ালা অবগত হন।” (আল কুরআন৩:২৯)।

এই আয়াতে আল্লাহ তার ইলমের একটি অংশ বলে দিয়েছেন। মানুষের বক্ষের ভেতর যা কিছু লুকানো থাকে কিংবা যা মানুষ প্রকাশ করে সবই আল্লাহ অবগত হন।

সুতরাং মানুষের গোপন করার মত কিছুই নেই। হয়তো অন্য মানুষ থেকে কিছ্ লুকানো যায় কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে কোন কিছুই লুকানো যায়না। তাই মানুষের উচিত সর্বদা ভালো চিন্তা, ভালো বিষয় নিয়ে ভাবনা করা। এর ফলে সে আল্লাহর নিকট প্রিয় হতে পারবে।

## ১৩। নিজ রায় বাস্তবায়নের শক্তি তাঁর আছে

আল্লাহ বলেন, "Surely, Allah has the power to do all that He wills." বাংলায়ঃ "নিশ্চয়ই তিনি সর্বশক্তিমান।" (আল কুরআন ২:২০)। এ পৃথিবীতে কিংবা মহাবিশ্বে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে কেউ দেখেনি যে- অমূলক বা যা ইচ্ছা করতে পারে। না- এমনকথা কেউ বলেনি। কোনসৃষ্টি-এমন নেই যে-বলবে আমি যা ইচ্ছাকরি- তা করতে পারি। একথা একমাত্র আল্লাহ বলেছেন। তিনি বলেছেন- যা ইচ্ছা তা করার শক্তি একমাত্র তাঁরই আছে। তিনি এ অর্থে সর্বশক্তিমান। তার শক্তির কোন সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তু বা প্রাণী দুর্বল এভাবে যে- তার ক্ষমতা অনেক সীমিত। সৃষ্টি কেবল সামান্য চেষ্টা করতে পারে। ফলাফল- আল্লাহর নিকট।

## ১৪। তাঁর কোন শরিক নেই

আল্লাহ বলেন, “লোকেরা বলে, আল্লাহ তায়ালা (অমুককে নিজের সন্তান (-রূপে) গ্রহণ করেছেন, পবিত্রতা একান্তভাবে তাঁর; আসমান সমূহ ও যমীনের সবকিছুই তাঁর জন্যে, এর প্রতিটি বস্তুই তাঁর একান্ত অনুগত।” (আলকুরআন ২:১১৬)। আরো বলেন, “তাঁর শরীক (সমক্ষক) কেউ নেই।” (আল কুরআন ৭:১৬৩)।

সুতরাংএ্টা প্রমাণিত হলো যে, এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ, এর রক্ষণাবেক্ষণ একমাত্র- তাঁর যিম্মায়, প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার ভার তিনি নিজে নিয়েছেন। এ সকল কাজে কারো সাহায্যের প্রয়োজন তাঁর নেই। ইবাদাত করা হয় এমন কারো যিনি নিরংকুশ ভাবে পবিত্র। তো আল্লাহ নিরংকুশ ভাবে পবিত্রই। কোন আবীলতা নেই তার সত্তায় ও সিফাতে। তিনি সৃষ্টি করেছেন বলেই মানুষ বলতে পারে যে, তাঁর শরীক আছে। তিনি যদি সৃষ্টি না করতেন তবে কে বলতে পারতো যে, আল্লাহ সন্তান নিয়েছেন? সুতরাং, মুশরিকদের বলছি, আর কত কাল ভ্রমের মাঝে পড়ে

থাকবেন? আর কত কাল সত্যকে অস্বীকার করবেন? এটা তো দিবালোকের মত সত্য যে, তাঁর যদি শরীক থাকতো তবে-মহাবিশ্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। মহাবিশ্বের ঐক্য থাকতো না। বল বা শক্তি একটি না হয়ে অসংখ্য হতো। কিন্তু আমরা দেখছি-মহাবিশ্বে একটিমাত্র শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে, রয়েছে ঐক্য। বৈচিত্র্য দেখেই যদি বলতে হয়-খোদা অনেক জন-তবে তো অনেক সন্তানের জনক জননীকে কেউ স্বীকার করতো না-বলতো এই কটি সন্তান অমুকের, ঐ কটি সন্তান অমুকের ইত্যাদি। কিন্তু এমনভাবে তো কেউ বলেনা। তাহলে, আল্লাহর বেলায় কেন বলবে যে তাঁর শরীক আছে। বৈচিত্র্য আল্লাহরই সৃষ্টি । আর বৈচিত্র্যের সাথে ঐক্য সৃষ্টি করে আল্লাহ প্রমাণ দিচ্ছেন-তাঁর কোন শরীক নেই।

## ১৫। উপসংহৃতি

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আমি সমুদ্রকে পেয়ালায় পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। বস্তুত! আল্লাহর শান অসীম। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে তার ৯৯ নাম জানিয়েছেন। কিন্তু এই ৯৯ নামই সব নয়। আল্লাহর শান মোতাবেক তাঁর নামও অসীম। আল্লাহর শান যে বুঝতে পারে- তার পক্ষে আল্লাহর নির্দেশের বাইরে যাওয়া সম্ভব না। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকল দিকে বেষ্টন করে আছেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, কথা কাজ তার জানা। তিনি এসবের সংরক্ষণ করান ফেরেশতাদের মাধ্যমে। সুতরাং মানুষের পালাবার কোন স্থান নেই। তাই মানুষ সেই যে আল্লাহর শান মোতাবেক তার বন্দেগী করে।